তারিখ ... AUG 30 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল গাজীপুরে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি)'র সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

কেবল স্বপ্ন দেখলে আর কথা বললে হবে না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার ওপর কাজ করতে হবে

...প্রধানমন্ত্রী

মোঃ আব্দুস সামাদ ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, দেশের চারটি বিআইটিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত এখন বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিআইটি'র দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণকালে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ. ন. ম এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী মোঃ আব্দুস সালাম পিণ্টু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইটি'র বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ দীপক কান্তি দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্যানি সম্পদমন্ত্রী এল কে সিদ্দিকী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিগণ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেবল স্বপ্ন দেখলে আর কথা বললে হবে না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষার ওপর কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা ইংরেজী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছি। বিদেশী ভাষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য দেশের বিভাগীয় শহরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি চালু করা হয়েছে। এবার এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

কেবল স্বপ্ন দেখলে আর কথা বললে হবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে এবং চলতি বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে দেশের বিভিন্ন স্কুলে দশ হাজার কম্পিউটার বিতরণ শুরু করেছি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি এবং তাদের জন্য চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বগুড়ায় 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে।

বেগম জিয়া বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সুফল বয়ে আনবে। এতে একদিকে শিশু মৃত্যুর হার কমবে, অপরদিকে জন্ম হারও হ্রাস পাবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রকৌশল শিক্ষাকে হালনাগাদ করতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হল দখল এবং অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিআইটিতে পৌছুলে গাজীপুরের বিএনপি'র নেতা সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ হাসান উদ্দিন সরকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং বিআইটি কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান।

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করার অঙ্গিকার করে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সরকার পরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারলে আগামীতে দেশে শিক্ষিত কেউ আর বেকার থাকবে না।

বেগম জিয়া বলেন, 'শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হলে শিক্ষার্থীরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ।'

অতীতে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রদের যুগান্তকারী ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য অনুস্মরণ করে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার আহবান জানান– যাতে করে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সম্মুখ সারিতে থাকতে পারে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ এন এম এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, বিআইটি পরিচালক নাসিম আহমেদ, বিআইটি কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ নজরুল ইসলাম এবং বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক দীপক কান্তি দাস বক্তৃতা করেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ডঃ ইকবাল মাহমুদ সমাবর্তন বক্তা হিসাবে তার বক্তব্য পেশ করেন।

সর্বমোট ১ হাজার ১শ' ৮৪ জন শিক্ষার্থীকে প্রকৌশল ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। অপর দিকে প্রধানমন্ত্রী সিভিল মেকানিকেল ও ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সেরা ২১ জন প্রকৌশলীকে বিআইটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

সম্মেলন স্থলে প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তন পোশাক পরে সমাবর্তন মিছিলের নেতৃত্ব দেন।

বেগম জিয়া তার ভাষণে প্রকৌশলীসহ মেধাবী তরুণদের প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়ার আহবান জানান।

তিনি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকৌশলী ও মেধাবী তরুণদের প্রতি আইসিটি শিল্প গড়ার জন্য সরকারের ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের আহবান জানান।

তরুণ প্রকৌশলীদের উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক হিসেবে বর্ণনা করে বেগম জিয়া তাদের প্রতি কেবল সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণের আহবান জানান।

'আমার পছন্দ হচ্ছে আইসিটি' উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেধাবী তরুণরাই আইটিসি নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশে কারিগরি শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে বিআইটি নামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

শিক্ষা উপমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেন, বিএনপি সরকারই প্রথম দেশে মেয়েদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম অবৈতনিক করেছে এবং উপবৃত্তির প্রচলন করেছে। এ কার্যক্রম ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। বিআইটি'র পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে সমাবর্তন স্মারক ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়।